আপনার সন্তানকে
কেন গল্প শোনাবেন?

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদ : রেদওয়ান সামী

স্বরবর্ণ
প্র কা শ ন

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

"আপনার সন্তানকে কেন গল্প শোনাবেন?"

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামি টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
E-mail : info.shoroborno@gmail.com । **Fb :** fb.com/shorobornopub

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান
rokomari.com - wafilife.com

বানান সমন্বয় : মুনতাসির বিল্লাহ

মুদ্রিত মূল্য : ৫০/- মাত্র

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান

Apnar Sontanke Keno Golpo Shonaben
By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-96788-1-6

সূচিপত্র

যেজন্য শিশুদের গল্প শোনানো

শুধু গল্পের খাতিরে নয়:
শিশুকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে ৭
আমরাই শিশুদের সকল খুশির কেন্দ্রবিন্দু ৯
এক মায়ের শৈশব ১০
এক বাবার শৈশব ১১
জনৈক ডাক্তার ১২
গল্প শিশুদের প্রাণবন্ত রাখে ১৩
শৈশবের গল্প তৈরি করে শিশুর জীবনবোধ ১৪

কখন শোনাবেন গল্প?

একটি উপযুক্ত সময় ১৯
শিশুর আগ্রহকে মূল্যায়ন করুন ২১
শিশুর প্রতি স্নেহশীল হোন ২২
গল্পের আসর ২৩
গল্পকথকের প্রস্তুতি ২৫

কিভাবে শোনাবেন গল্প?

গল্প বলার পদ্ধতি ২৭
গল্প শেষে ২৯

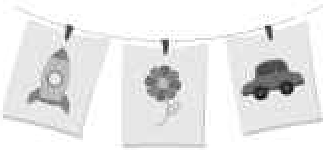

যেজন্য শিশুদের গল্প শোনানো

শুধু গল্পের খাতিরে নয়: শিশুকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে

কেমন ছিল আমাদের শৈশব? একান্নবর্তী পরিবার। অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা সারাদিন হুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি করছে। সন্ধ্যা হলেই উঠানে খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে, মাঝে একটা হারিকেন রেখে পড়তে বসে যাচ্ছে। শব্দ করে পড়ছে। অ-তে অজগর। আ-তে আম।

মুখ-আঁধারি সন্ধ্যায় অনেকগুলো বাচ্চা পড়ছে হারিকেনের টিমটিমে আলোয়। রাত আরেকটু বাড়লে জোনাকিরা বের হয় পাড়া বেড়াতে। আর তখনই শুরু হয় তাদের গল্পের আসর। কারণ, জোনাকিরা যে বেরিয়ে পড়েছে। জোনাকিরা বের হওয়া মানে রাত গভীর হয়ে যাওয়া। বই চক-শ্লেট গুছিয়ে রেখে তারা বসে যেত দাদিমাকে ঘিরে। শুরু হত দাদিমার গল্পে আসর।

পাকধরা চুল, ক্ষীণ দৃষ্টি, অশক্ত শরীর অথচ তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি; এক দল খুদের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসতেন থুত্থুড়ে দাদিমা। আর তার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসত ভূত-পেত্নি, দৈত্য-দানো, লালকমল-নীলকমল, রাজ-রাজড়াদের দারুণ সব গল্প! সেই গল্প থেকেই স্বপ্ন। আর স্বপ্ন থেকে কল্পনা। যার কোনোটা আমাদের শিখিয়েছে নির্ভীকতা, কোনোটা নৈতিকতা।

অতীতের এই রেওয়াজ ইদানীং আর নেই। পাঠ্যপুস্তক ও প্রতিযোগিতার ভিড়ে গল্প শোনা তো দূরের কথা, গল্পের বইয়ের কাছপাশ দিয়ে হাঁটারও সুযোগ পাচ্ছে না কচিকাঁচারা। শুধু তাদেরই-বা দোষ দিই কী করে! এখনকার ছোট্ট ছোট্ট পরমাণু পরিবারগুলোতে গল্প বলা দাদিমার অস্তিত্বই-বা কোথায়! সদ্য বসতে শেখা বাচ্চাকে আয়ার

কাছে রেখেই সংসারের হাল টানতে দিনভর দৌড়ে যাচ্ছেন মা-বাবা। তাদের কাছে গল্প পড়ে শোনানো যেন রীতিমতো বিলাসিতা!

কিন্তু মনোবিদরা কী বলছেন জানেন? তারা বলছেন,

"দিনের গল্পই রাতে স্বপ্ন হয়ে ফেরে।"

শিশু যদি গল্পই না শোনে, তাহলে কোনো কিছু কল্পনা করার রসদ সে পাবে কোথায়? যদি কল্পনাই না করতে পারে, তাহলে তার চিন্তন-মননের বিকাশ হবে কী করে? আর যদি চিন্তন-মনন, মানে ভাবনাচিন্তা করার কোনো ক্ষমতাই তৈরি না হয়, তখন? তখন আর কী! থমকে যাবে আপনার শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়াই! তাই বলছি, শুধু গল্পের খাতিরে নয়, বরং আপনার বাচ্চাকে গল্প শোনান তারই বিকাশের স্বার্থে।